দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৩

জবিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়কালে তিন ছাত্রলীগ কর্মী আটক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ কক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থী সহায়তায় ভর্তিচ্ছু ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে ডিবি পুলিশ। আটককৃত শিক্ষার্থীর নাম হারুন-অর-রশীদ (হীরা)। তার বাড়ি সাভারে। তিনি সাভার ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ২০৮ নম্বর

আটককৃত শিক্ষার্থীর নাম হারুন-অর-রশীদ (হীরা)

আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়কালে তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। দীর্ঘ ২০ ঘণ্টা আটক থাকার পর গতকাল (শনিবার)

পৃঃ ১২ কঃ ১

জবিতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

তুলেছেন। আটককৃত ছাত্রলীগ কর্মীরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র হাবিবুর রহমান হাবিব, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক রুবেল এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শিশির। এ ঘটনায় তথ্য আদায়ের সুবিধার জন্য ভর্তিচ্ছু এই শিক্ষার্থীকেও নিজেদের হেফাজতে রেখেছে ডিবি পুলিশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চাঁদাবাজির ডন নামে পরিচিত জিয়া হলের ছাত্রলীগ নেতা প্রিন্স ও তার কর্মীরা এ ঘটনার মূল হোতা বলে জানা গেছে। প্রিন্স ছাত্রলীগের কেন্দ্রিয় সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগের সমর্থক।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক রুবেল বেড় সাথে টাকার বিনিময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাইয়ে দেয়ার আশ্বাস দেয়। এজন্য তাকে একটি চীনের তৈরি ঘড়ি দেন তিনি। হীরাকে জানানো হয় এই ঘড়ির মাধ্যমে তিনি প্রশ্নপত্র পেয়ে যাবেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য চীন থেকে এ ধরনের ১৩৯টি ঘড়ি নিয়ে আসা হয়েছে বলে হীরাকে জানান তারা। এই এজেন্ট সাথে তারা হীরার এইচএসসি পরীক্ষার মূল ট্রান্সক্রিপ্ট (নম্বরপত্র) জামানত হিসেবে রেখে দেন। তাকে বলা হয় পরীক্ষা শেষে টাকা দিয়ে ট্রান্সক্রিপ্টটি নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হীরা তাদের এ অবৈধ দাবিকে মেনে নেয় না। ফলশ্রুতিতে তার ওপর নেমে আসে দুর্গতি। শুক্রবার সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর হীরাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে মার্কশিট নেয়ার জন্য আসতে বলে ছাত্রলীগের কর্মীরা। কিন্তু মার্কশিট না দিয়ে প্রিন্সের নেতৃত্বে হাবিব, মঞ্জুসহ ছাত্রলীগের কর্মীরা তাকে জিয়া হলের ২০৮ নম্বর রুমে এনে বন্দী করে রাখে। এটি ছাত্রলীগ সভাপতি হাবীবের রুম। আটক করার পর থেকেই হীরার উপর ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণের দাবিতে রাতভর চলতে থাকে পৈশাচিক নির্যাতন। চাঁদাবাজির দায়ে নাগি আসামি প্রিন্স ও তার কর্মীরা চাঁদার এ অর্থ দাবি করে। মুক্তিপণ দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে ফোন দেয় তার পরিবারকে। সময় দেয়া হয় সকাল আটটা পর্যন্ত। তাদের তথ্যমত এস.এ পরিবহন কুরিয়ারে করে টাকা পাঠিয়ে দেয় হীরার পরিবার। একই সঙ্গে, ডিবি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন তারা। পরিবারের তথ্য অনুযায়ী রাজধানীর এলিফেন্ট রোডের এস.এ পরিবহন কুরিয়ারের শাখা থেকে দুপুর আড়াইটার দিকে ডিবি পুলিশ আটক করে হাবিব ও রুবেলকে। পরে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে শিশিরকে আটক করে ডিবি পুলিশ। পুলিশের ধারণা এ ঘটনার সাথে বৃহৎ একটি চক্র জড়িত এবং আটককৃতদের কাছ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। এজন্যই তাদের মূল হোতাদের আটক করা সম্ভব হবে। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল টিমের সহায়তায় ডিবি পুলিশ জিয়া হলের ২০৮ নম্বর রুম থেকে উদ্ধার করে হীরাকে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শামছাদ আলী বলেন, ঘটনায় দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া আটককারী সকলকে জরিমানার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে জানান তিনি।